যায়যায়দিন
তারিখ ... 10 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

প্রতিষ্ঠার চার বছরে

উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গবেষণা আধুনিক জ্ঞান চর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার চার বছরে একাডেমিক, প্রশাসনিক ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে। তবে কিছু সঙ্কট ও সমস্যাও রয়েছে। প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, উন্নয়ন, সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে লিখেছেন আলী মামুদ ও আয়াজ আজাদ

উপাচার্যের বক্তব্য

উপাচার্য প্রফেসর ড. মু. আব্দুল জলিল মিয়া বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মডেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় প্রশাসন-জনগণের সহযোগিতায় শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। এজন্য প্রতিষ্ঠার চার বছর পূর্তিতে সকলকে অভিনন্দন জানাই।' এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, আমি প্রথম যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করতে আসি; সেদিন ধু-ধু মাঠ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর মাত্র তিন বছরে সেই ধু-ধু মাঠ এখন আধুনিক কারুকার্য খচিত নান্দনিক ভবন ও সবুজ-শ্যামল সৌন্দর্যে ভরপুর এক অপরূপ ক্যাম্পাসে পরিণত হয়েছে। আমার দায়িত্ব পালনের মাত্র দেড় বছরের মাথায় নিজস্ব ক্যাম্পাসে নিজস্ব ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পান। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের স্থবিরতা কিছুতেই কাটছিল না। কার্যক্রমের ধীরগতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবার মনে দ্বিধার সঞ্চার হয়। কারণ, এর আগেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এখানে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। সেটি আলোর মুখ দেখেনি। এবার কোন রকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু হলেও হতাশার মেঘ যেন কাটছিল না। প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত হতে চলেছে; নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার উদ্যোগ নেই, যাতায়াতের জন্য নিজস্ব বাহন নেই, আছে শুধু ৪ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ভাড়া বাসার নিচতলা। সেটাই ছিল উপাচার্য মহোদয়ের অফিস। তখন সবে ৬টি বিভাগের ক্লাস শুরু হয়েছে, কিন্তু শ্রেণীকক্ষ নেই। সরকারি টিটি কলেজের পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত কয়টি ভাঙা কক্ষ মাত্র ভরসা। ঠিক এমন এক সময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর মো. জিল্লুর রহমান ২০০৯ সালের ৭ মে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মু. আব্দুল জলিল মিয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আজ ৭ মে উপাচার্য মহোদয়ের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালনের তিন বছর পূর্তি হলো। তার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বিজ্ঞ পরামর্শে সেই নিভু নিভু বিশ্ববিদ্যালয়টি মাত্র তিন বছরে ভাড়া বাসার নিচতলা থেকে নিজস্ব ক্যাম্পাসের পাঁচতলা ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থায়ী ক্যাম্পাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

একাডেমিক উন্নয়ন : ২০০৯ সালের ৪ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। পঠন-পাঠন আর উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে মুক্ত জ্ঞান চর্চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ। বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নির্ণয়ে এ বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। তাই বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানদণ্ডে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম কাতারে অবস্থান তৈরির উদ্দেশে শুরু থেকেই পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে। ৬টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও গত চার বছরে আরো ১৪টি যুগোপযুগী নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। এর ফলে বিভাগ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০টিতে। প্রতিটি বিভাগে প্রতি শিক্ষাবর্ষে ৬০ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। সেমিস্টার পদ্ধতিতে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন পর্যন্ত সেশনজটমুক্ত রাখা হয়েছে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে এর শিক্ষাকার্যক্রম। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই চমৎকার সাফল্য অর্জন করছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জ্ঞান চর্চার এমন পরিবেশে প্রতি শিক্ষাবর্ষে দেশের সেরা মেধাবীরাই ভর্তির সুযোগ নিচ্ছে।

নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা ছাড়াও এখানে চালু রয়েছে সহশিক্ষা কার্যক্রম। নিজ বিভাগের বিষয়ভিত্তিক নানা বিষয়ে এসাইনমেন্ট প্রস্তুতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গবেষণার প্রতি আগ্রহী ও পারদর্শী করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

নানা অস্থিতিশীলতায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাহত হলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ শিক্ষাবান্ধব রয়েছে। বর্তমানে ২০টি বিভাগে মোট ৩১৭৬ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। মুক্ত জ্ঞান চর্চার জন্য শিক্ষার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণে ১০টিসহ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় ৩০টি শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার। এসব সেমিনারে দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদগণ অংশ নিয়েছেন।

গবেষণা কার্যক্রম : বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গবেষণাকর্ম। এ ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর অনুষ্ঠিত প্রথম সিন্ডিকেট সভায় বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রফেসর ড. মু. আব্দুল জলিল মিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরে সিন্ডিকেট সভার সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে 'ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইন্সটিটিউট' নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

এ ইন্সটিটিউটের অধীনে ইতোমধ্যে ৯৯ লাখ ৯৫ হাজার টাকার একটি প্রজেক্ট জলবায়ু বিপর্যয় রোধে রংপুর ও গাইবান্ধা জেলায় জনসচেতনতা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে। উপকারভোগীদের মাঝে সেলাইমেশিন প্রদান, হস্তশিল্প, মেকানিক্স প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে উন্নতজাতের বীজ বিতরণ, সোলার প্যানেল বিতরণ, ধান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষরোপণসহ নানা কাজ করে যৌথমী বেকারদের সুবিধা দিয়ে স্বাবলম্বী করা হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে অনগ্রসরমান রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। উচ্চতর গবেষণার জন্য এ ইন্সটিটিউটের অধীনে এমফিল এবং পিএইচডি কোর্সে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি লাইব্রেরি। লাইব্রেরি ভবন নির্মাণাধীন থাকায় আপাতত কবি হেয়াত মামুদ ভবনের কয়েকটি কক্ষে লাইব্রেরি কার্যক্রম চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীদের তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ করতে স্থাপন করা হয়েছে সাইবার সেন্টার ও ই-লার্নিং সেন্টার। সাইবার সেন্টারে চালু করা হয়েছে ডিজিটাল আইডি কার্ড সিস্টেম। কিছুদিনের মধ্যে সব শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল আইডি কার্ড সিস্টেম চালু হবে।

ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন : একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পূর্ব শর্ত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ। প্রথমেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে তিনটি পর্যায় নির্ধারণ করা হয়। এরমধ্যে প্রথম পর্যায়ে একশত তিন কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে চারতলা বিশিষ্ট চারটি একাডেমিক ভবন, চারতলা বিশিষ্ট (১০ তলা ভিতের ওপর) প্রশাসনিক ভবন, ৪ তলা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবন, দুটি আবাসিক কোয়ার্টার, তিনটি আবাসিক হল, পুলিশ ক্যাম্প, অস্থায়ী শহীদ মিনার, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া একটি মসজিদ ও ক্যাফেটারিয়া ভবনের নির্মাণ কাজও প্রায় শেষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কাজের প্রস্তুতি চলছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২টি ভবন নির্মাণ করা হবে। এরমধ্যে ৬টি একাডেমিক ভবন, ৬টি শিক্ষক কোয়ার্টার, ৩টি স্টাফ কোয়ার্টার, ২টি ডরমেটরি, একটি অডিটরিয়াম, একটি জিমন্যাসিয়াম, ছাত্রীদের একটি ও ছাত্রদের জন্য ২টি আবাসিক হল। তৃতীয় পর্যায়ে আরো ১৫টি ভবন নির্মাণ করা হবে। এরমধ্যে ৫টি একাডেমিক ভবন, ছাত্রদের জন্য একটি ও ছাত্রীদের জন একটি আবাসিক হল, শিক্ষক কোয়ার্টার ৬টা ও ২টা স্টাফ কোয়ার্টার।

আবাসন সুবিধা : আবাসন সুবিধাবিহীন ক্যাম্পাস মৃত ক্যাম্পাসের মতোই। তাই সার্বক্ষণিক জ্ঞান চর্চা ও প্রাণচঞ্চল ক্যাম্পাস গঠনের নিমিত্তে আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। যদিও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আবাসন সঙ্কট যৌক্তিক; তবুও আবাসন সুবিধায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ১৩ কোটি ২ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫তলা বিশিষ্ট দুইটি ছাত্র হল ও ৭ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি ছাত্রী হলের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এ বছরের শেষের দিকে এসব হলে ছাত্রছাত্রী উঠতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। একটি ছাত্র হলের নামকরণ করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল' অপরটি 'মুক্তিযোদ্ধা মুক্তার এলাহী হল' এবং ছাত্রী হলের নামকরণ করা হয়েছে 'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল'।

চিকিৎসা সেবা : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি মেডিকেল সেন্টার। দক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে চলছে এখানে চিকিৎসা সেবা। প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করাসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিবহন সুবিধা : চালু রয়েছে পরিবহন সুবিধা। বর্তমান উপাচার্য মহোদয় যোগদানের আগে যেখানে একটি গাড়িও ছিল না; সেখানে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জন্য এখন একটি কোস্টার ও ৩টি মাইক্রো বাস আর ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ৩টি নিজস্ব বাসসহ মোট ৪টি বাস রয়েছে। নিজস্ব বাসগুলোর মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে বড় বড় দুটি বাস। অপর বাসটি দিয়েছে পীরগঞ্জের পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ ফাউন্ডেশন। এদিকে আরো দুটি বাস মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে উপহার নেয়ার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য। ইতোমধ্যে একটি অ্যাম্বুলেন্সও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের জন্য অনুমোদন হয়ে গেছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী কয়েক বছরে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, দেশের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠবে এ বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষার মান বিচারে বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে করে নেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়। সবার সহযোগিতা, আন্তরিকতা আর কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয় বেঁচে থাকবে বিশ্বের আলোকবর্তিকা হয়ে। এমনটিই সকলের প্রত্যাশা।